হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশন অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৪০৫/২০০৭

মোঃ মফিজুল হক ও অন্যান্য
----আসামী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীগণ।
-বনাম-
রাষ্ট্র
------প্রতিবাদী

এ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান দুলু
---আসামী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীগণ পক্ষে।
এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
-- রাষ্ট্র- প্রতিবাদী পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০১.১১.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৩.১১.২০২২।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, কুড়িগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং ২৭/২০০০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৬.১১.২০০৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

অত্র রুলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

বিগত ইংরেজী ২৫.০১.২০০৪ তারিখ সকলা ১০.০০ ঘটিকায় ভদ্রপাড়া মৌজার ৪০৬নং দাগের সরকারী রাস্তা কেটে আসামীগণ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার ক্ষতিসাধন করে এবং ধানের চারা রোপন করে মর্মে সংবাদদাতা উলিপুর থানায় অভিযোগ প্রদান করলে তা সাধারণ ডায়েরী নং- ১১৬১ তারিখ ২৮.০২.২০০৩ হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। অতঃপর স্মারক নং- ১১২১(২) তারিখ ০৮.০৪.২০০৪ মূলে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত অন্তে উলিপুর থানার নন.এফ.আই.আর প্রসিকিউশন নং- ২৯/২০০৪ তারিখ ১৩.০৪.২০০৪ দন্ডবিধি ৪৩১/৫০৬ দাখিল করেন। অতঃপর মোকদ্দমাটি এন.জি.আর মোকদ্দমা নং- ৩০/২০০৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার ১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কুড়িগ্রাম উক্ত এন.জি.আর মোকদ্দমা নং- ৩০/২০০৪ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ৩০.০৩.২০০৫ তারিখে প্রদত্ত রায়ে আসামী মোখলেছুর রহমানকে ৩০ দিনের সাজা প্রদান করে অন্যান্য আসামীদেরকে খালাস প্রদান করেন। উক্ত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

এজাহারকারী/সংবাদদাতা মোঃ হোসেন আলী ফৌজদারী আপীল নং ২৭/২০০০ দায়ের করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, কুড়িগ্রাম শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৬.১১.২০০৬ তারিখে খালাসের রায় ও আদেশ বাতিলপূর্বক সকল আসামীদেরকে ০১(এক) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে দরখাস্তকারীগণ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৫ এবং ৪৩৯ মোতাবেক অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তটি দাখিল করে রুল প্রাপ্ত হন।

দরখাস্তকারীগণ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান দুলু বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৭১(১)(বি) এর অধীনে অ-নালিশ (non complaint) মামলার ক্ষেত্রে সরকার একমাত্র পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি)-এর মাধ্যমে আপীল দায়ের করতে ক্ষমতাবান। কিন্তু অত্র মামলার সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী আপীল নং ২৭/২০০৫ সরকার কর্তৃক দাখিল করা হয়নি।

অপরদিকে, বিবাদী-রাষ্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-দরখাস্তকারীগণ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আজিজুর রহমান দুলু এবং রাষ্ট্রপক্ষে এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ভদ্রপাড়া গ্রামবাসীদের পক্ষে এজাহারকারী মোঃ হোসেন আলী কর্তৃক দাখিলকৃত এজাহার নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

বরাবর,
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উলিপুর থানা- উলিপুর।

বিষয়ঃ সরকারী রাস্তা কাটিয়া জনসাধারণের চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া তথায় বে-আইনিভাবে বোরো ধান আবাদ ও পাট বুননের চেষ্টা করা প্রসঙ্গে অভিযোগ।

জনাব,

আমিন নিম্ন স্বাক্ষরকারী ভদ্রপাড়া মৌজার অধিবাসীবৃন্দের পক্ষের এই মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে, বিগত ২৫.০১.২০০৪ ইং তারিখ সকাল অনুমান ১০.০০ ঘটিকার সময় ভদ্রপাড়া মৌজার ৪০৬নং দাগের সরকারী রাস্তা আসামী- ১। মোঃ মফিজল হক, পিতা মৃত- বরকত উল্যা ২। মাহবুবর রহমান ৩। মোকলেছুর রহমান ৪। মমিনুল ইসলাম ৫। মজা মিয়া ৬। মাইদুল ইসলাম (মুকুল) ৭। মন্টু মিয়া, সকলের পিতা- মোঃ মফিজল হক। সকলের সাং- ভদ্রপাড়া, থানা- উলিপুর, জেলা- কুড়িগ্রাম। কোদাল দিয়া কাটিয়া তাহাদের জমির সহিত একত্র করিয়া লইয়া বোর ধানের চারা রোপন করাকালিন আমি ও গ্রামবাসি কতিপয় লোক বাধা প্রদান করিলে আসামীগণ বাধা না মানিয়া বোর ধানের চারা রোপন করে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্ষোভের (অপাঠ্য) হয়। এমতাবস্থায় বিগত ২১.০৩.০৪ ইং তারিখ অনুমান সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময় ১ ও ২নং আসামী ৪০৬ নং সরকারী রাস্তার পূর্বদিকের মাথায় হালচাষ করিয়া পাঠ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আবাদ করার জন্য প্রস্তুতি নিলে আমি ও গ্রামবাসি লোকগন বাধা প্রদান করায় আসামীদের সহিত আমার ও সাক্ষীগণের মধ্যে বচসা হয় এবং একপর্যায়ে আসামীগণ আমাকেও গ্রামবাসী লোকজনকে ভয়ভীতি দেখায় এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া বলে আমরা রাস্তা কেটেছি কি করার ক্ষমতা আছে কর গিয়ে। আসামীগন রাস্তা কাটিয়া লোকজনের চলাচলের পথরোধ করিয়া প্রায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ) হাজার টাকা সরকারী ক্ষতি করিয়াছে। সাক্ষীগণ ঘটনা দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে মতে অভিযোগ।

বিধায় প্রার্থনা হুজুর দয়া পরবশ হইয়া ঘটনা সরেজমিনে তদন্ত করতঃ দোষী ব্যক্তিগণকে ধৃত করিয়া সমচিত শাস্তি দানে মর্জি হয়।

নিবেদক
ভদ্রপাড়া গ্রামবাসীগণের পক্ষে
টিপসহি/- মোঃ হোসেন আলী
২৪.০৩.০৪
পিতা- মৃত কছর উদ্দিন
গ্রাম- ভদ্রপাড়া
থানা- উলিপুর, জেলা- কুড়িগ্রাম।

সাক্ষীগণের নামঃ

১। মোঃ আবদুল জব্বার
২। মোঃ আবদুল ছাত্তার
উভয়ের পিতা- মৃত ইউছুফ উদ্দিন ব্যাপরী।
৩। মজিবর রহমান
পিতা-- মোঃ ইছাহাক আলী।
৪। ইছাহাক আলী
পিতা- মৃত অজ্ঞাত।
৫। নুরুল হক
পিতা- মৃত রহিম উদ্দিন ব্যাপারী।
৬। নজির হোসেন
৭। বাচ্চু মিয়া
উভয়ের পিতা- মৃত শাহাবুদ্দিন।
৮। হবিবর রহমান
পিতা- মৃত কাশেম আলী
গ্রাসবাসী আরও অনেকে।
সকলের গ্রাম- ভদ্রপাড়া, থানা- উলিপুর
জেলা- কুড়িগ্রাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট, কুড়িগ্রাম কর্তৃক এন,জি,আর মোকদ্দমা নং-৩০/২০০৪-এ বিগত ইংরেজী ৩০.০৩.২০০৫ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

" রাষ্ট্রপক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যঃ

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ২৫.০১.২০০৪ ইং তারিখে সকলা অনুমান ১০.০০ ঘটিকার সময় ভদ্র পাড়া মৌজার ৪০৬নং দাগের সরকারী রাস্তা আসামীগন কোদাল দিয়ে কেটে তাদের জমির সহিত একত্রিত করে বোরো ধানের চারা রোপন করে। বাদী ও গ্রামবাসী বাঁধা দিলেও আসামীরা বাধা মানে নাই। এমতাবস্থায় বিগত ২১.০৩.২০০৪ ইং তারিখে অনুমান সকলা ৯ টায় ১ ও ২ নং আসামী ৪০৬নং সরকারী রাস্তার পুর্বদিকের মাথায়

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাল চাষ করিয়া পাট আবাদ করার প্রস্তুতি নিলে বাদী ও গ্রামবাসী বাধা প্রদান করে। এতে আসামীদের সাথে বাদী ও গ্রাম বাসীদের বচসা হয় ও আসামীরা ভয়ভীতি দেখায়। আসামীগণ রাস্তা কাটিয়া লোকজনদের চলাচলের পথ রোধ করিয়া প্রায় ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) ক্ষতি করেছে। বাদী ন্যায় বিচার কামনা করেন।

আসামীপক্ষের বক্তব্যঃ

আসামীপক্ষের বক্তব্য এই যে, তার সম্পুর্ণ নির্দোশ। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা। বাদী আসামীদের হয়রানির জন্য মিথ্য মামলা করেছে বলে আসামীরা দাবী করে। আসামীরা উক্ত ঘটনা ঘটায়নি বলে জানায়। আসামীদের ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪২ এবং ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে তাহা নির্দোষ দাবী করে ও বিচার প্রার্থনা করে।

বিচার্য বিষয়ঃ

১। আসামীগন সরকারী রাস্তা কেটে দুর্গম করে জনসাধারনের চলার পথ রোধ করে দঃ বিঃ ৪৩১ ধারার অপরাধ করেছে কি না?

২। আসামীরা বাদীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে দঃ বিঃ ৫০৬ ধারা অপরাধ করেছে কি না?

৩। আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে কি না?

সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেলা (সংক্ষেপে)ঃ

পি, ডব্লিউ-১, হোসেন আলী বলেন আসামীগন সরকারী রাস্তা কেটে বোরো ধান আবাদ করে। বাধা দিয়েছেন কিন্তু আসামীগন বাধা মানেনি। ২১/৩ তারিখে তোষা পাট বুনে তাতে ও বাধা দেয় কিন্তু তাও মানেনি। তারা সরকারী রাস্তা কেটে চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়েছে ও ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি করেছে। তিনি জেরায় বলেন কাটা রাস্তার পশ্চিমে তার জমি। বিবাদীর রাস্তা আগেও ছিল। পাকিস্তান আমল থেকে বাঁশের পুল ছিল। বাঁশের পুল দিয়ে আজ পর্যন্তও মানুষ যাতায়াত করে। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং পাট ও বোরো ধান জব্দ করেছে। চেয়ারম্যান এবং পরিষদের অন্যান্য সদস্যরাও ঐ ঘটনা জানে এবং সাক্ষী আছে।

পি,ডব্লিউ-২, মোঃ বাচ্চু মিয়া বলেন আসামীগণ সরকারী রাস্তা কেটে হাল চাষ করে বোরো ধান আবাদ করে। পুনরায় ২১.০৩.০৪ তারিখে সরকরী রাস্তা কেটে পাট বুনে। তারা বাধা দিলেও আসামীরা বাধা মানে নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল দিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সরকরী রাস্তা কাটার ফলে সাধারণ মানুষের চলাচলের ক্ষতি হচ্ছে। জেরায় বলেন রাস্তায় পাকিস্তান আল হতেই বাঁশের পুল ছিল। এলাকার সবলোক এই পুল দিয়ে যাতায়াত করত। রাস্তার সাথেই সাক্ষী নুরুলের বাড়ী।

পি,ডব্লিউ-৩, নুরুল হক, তিনি বলেন আসামীগণ ঘটনার দিন কোদাল দিয়ে ৪০৬ নং সরকারী রাস্তা কেটে জমি সমান করে বোরো ধান লাগায়। সাক্ষীগন ও গ্রামবাসী সকলেই বাধা দেয়। বাধা মানে নাই। রাস্তাটি জনসাধারনের চলাচলের রাস্তা ছিল। ২১.০৩.০৪ ইং তারিখে আসামীরা আবার পাট বুনে, আসামীরা জনসাধারনের চলার পথ নষ্ট করে দিয়েছে। রাস্তা কেটে ব্যবসায়ীরা ৫০ হাজার টাকার সরকারী সম্পদ নষ্ট করেছে। পুলিশ তদন্ত গিয়ে তাকে এবং অন্যান্য সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তিনি জেরায় বলেন তিনি ও গ্রামবাসী এবং চেয়ারম্যানকে জানাইছেন পুলিশ তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

পি,ডব্লিউ-৪, নজির হোসেন বলেন ঘটনা ২৫.০১.২০০৪ এবং ২১.০৩.২০০৪ তারিখে আসামীগন সরকারী রাস্তা কেটে বোরো ধান আবাদ করেছে। বাধা দিলেও আসামীরা বাধা মানে নাই পরে আবার রাস্তা কেটে ২১.০৩.০৪ তাং পাট আবাদ করে। আসামী মফিজুল ও মাহবুবুর রাস্তা কেটে পাট আবাদ করেছে। বাধা মানেনি। রাস্তা কাটার ফলে গ্রামবাসীদের যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে ও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে বলে তিনি জানান। জেরায় বলেছেন রেকর্ডীয় রাস্তা পুর্বেও বাঁশের ব্রিজ ছিল বর্তমানেও বাঁশের ব্রিজ আছে।

পি,ডব্লিউ-৫, হাবিবুর রহমান বলেন আসামীগন কোদাল দিয়ে সরকারী রাস্তা ৪০৬ দাগে কেটে জমি সমান করে। ৪০৬ দাগে কেটে জমি সমান করে বোরো ধান আবাদ করে। তার বাধা দিয়েছে কিন্তু বাধা মানেনি। পরে ২১.০৩.০৪ তাং পুনরায় ১ ও ২নং আসামী উক্ত ৪০৬ দাগে পাট বুনে। তদন্তে পুলিশ গিয়েছে তিনি ঘটনার সময়

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ছিলেন। তিনি স্কুলে চাকুরী করেন। তিনি রাস্তার মাটি কাটা দেখেছেন এই রাস্তা নিয়ে গন্ডগুল তাই সকলেই এই রাস্তার নাম জানে।

পি,ডব্লিউ-৬ মোঃ কাইয়ুম তদন্তকারী কর্মকর্তা তিনি বিজ্ঞ আদালতের অনুমতি নিয়ে তদন্ত করেন। তিনি তার তদন্তভার গ্রহন করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। আসামীদের বিরুদ্ধে ঘটনার সত্যতা থাকায় তিনি ৪৩১/৫০৬ ধারার প্রসিকিউশন রিপোর্ট দাখিল করেন। তিনি সাক্ষীদের জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ড করেন।

সংক্ষেপে সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরার বিশ্লেষণঃ

রাষ্ট্রপক্ষ মামলা প্রমানের জন্য ৬ জন সাক্ষী আদালতে উপস্থাপন করে। ৬ জন সাক্ষীর প্রত্যেকেই আসামীরা সরকারী রাস্তা কেটে নষ্ট করে আসামীরা বোরো ও পাট আবাদ করেছে তা সকলেই স্বীকার করেছে। সকল সাক্ষীই বাদীর বক্তব্য ও এজাহারকে সমর্থন করেছে। সাক্ষীদের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা বা গড়মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আসামীরা যে সরকারী রাস্তা কেটে জনসাধারনের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে তা সকল সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। ৬নজ সাক্ষীর মধ্যে কোন সাক্ষীই ভিন্নতর কোন বক্তব্য প্রদান করেনি। সাক্ষীদের বক্তব্যে ৫০৬ ধারার কোন উপাদান নেই।

সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারণ ও সিদ্ধান্তঃ

মামলার এজাহার প্রসিকিউশন, সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক ইত্যাদি দেখা হলো, পর্যালোচনাযও বিশ্লেষন করা হলো। রাষ্ট্র পক্ষের ৬ জন সাক্ষীর প্রত্যেকেই আসামীরা সরকারী রাস্তা কেটে জমির সাথে একাকার করে বোরো ধান ও পাট আবাদ করেছে এবং জনসাধারনের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তা সকল সাক্ষীদের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। ঘটনা সকল সাক্ষী হুবহু স্বীকার করেছে। সাক্ষীদের মধ্যে কোন গড়মিল বা অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মামলায় এজাহার ও প্রসিকিউশন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সকল আসামীই একই পরিবারভুক্ত। সকলের পিতা ১নং আসামী মফিজল। মফিজল অত্যান্ত বয়োবৃদ্ধ ও রোগাক্রান্ত তার ছেলে ২নং আসামী মাহবুবুর রহমানও বয়স্ক। আসামীর একই পরিবারের সদস্য হওয়ায় এবং সকলের পিতা ১নং আসামী মফিজল হওয়ায় সকল আসামীকে দন্ড প্রদান সমীচীন নয় বলে আদালত মনে করে। আসামী মফিজল ও তার বড় ছেলে ২নং আসামীও বয়স্ক বিধায় বিবেচনান্তে ৩নং আসামী মোখলেচুর রহমানকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এবং আসামী মফিজল মাহবুবুর রহমান, মমিনুল, মজা মিয়া, মাইনুল ইসলাম ও মন্টু মিয়াকে অত্র মামলা হতে খালাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আদেশ,

অতএব, আদেশ হলো যে, মামলার অভিযুক্ত আসামী মোখলেছুর রহমানকে বাংলাদেশের দন্ডবিধির প্রচলিত আইনে রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে ৪৩১ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারামতে ০১(এক) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হলো।

স্বা/-অস্পষ্ট
৩০.০৩.০৫
(এস,এম শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম
প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট,
কুড়িগ্রাম।''

এজাহারকারী মোঃ হোসেন আলী কর্তৃক দাখিলকৃত ফৌজদারী আপীলটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

ফৌজদারী আপীল নং- ২৭/০৫

দাঃ ২৩.০৭.২০০৫ ইং

রাষ্ট্র

পক্ষে এজাহারকারী মোঃ হোসেন আলী, পিতা মৃত- কছর উদ্দিন, সাং- ভদ্রপাড়া, থানা-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

উলিপুর, জেলা- কুড়িগ্রাম।

--------- আপীলকারী।

-বনাম-

১। মোঃ মফিজল হক, পিতা মৃত- বরকত উল্যা।

২। মাহবুবর রহমান

৩। মোকলেছুর রহমান

৪। মমিনুল ইসলাম

৫। মজা মিয়া

৬। মাইদুল ইসলাম (মুকুল)

৭। মন্টু মিয়া, সকলের পিতা- মোঃ মফিজল হক, সর্ব সাং- ভদ্রপাড়া, থানা- উলিউপর, জেলা- কুড়িগ্রাম।

--------- রেসপনডেন্ট/আসামীপক্ষ।

বিষয়ঃ কুড়িগ্রাম জেলার বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এস, এম শহ হাবিবুর রহমান হাকিম কর্তৃক এন, জি, আর ৩০/০৪ (উলি) নং মামলায় বিগত ৩০.০৩.০৫ ইং তারিখে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৪১৭/৪১৭ক(২) এর বিধান মতে আপীলের দরখাস্ত।

আপীলকারী পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে, আপীলকারী বাদী হইয়া রেসপনডেন্ট পক্ষের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে, "রেসপনডেন্ট" আসামীগণ বিগত ২৫.০১.০৪ ইং তারিখ সকার অনুমান ১০.০০ ঘটিকার সময় ভদ্র পাড়া মৌজার ৪০৬ নং দাগের রাস্তা কোদাল দিয়া কাটিয়া তাহাদের জমির সহিত একত্র করিয়া লইয়া বোর ধানের চারা রোপন করেন। রেসপনডেন্ট/আসামীগণ জনগনের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করিয়া এবং সরকারী রাস্তা কাটিয়া অনুমান ৫০,০০০/- টাকা ক্ষতি করিয়াছে মর্মে অভিযোগ দায়ের করিলে উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশে এ, এস, আই জনাব কাইউম মুন্সী উলিপুর থানার নন. এফ. আই. আর প্রসিকিউশন নং- ২৯/০৪ ইং, তাং- ১৩.০৪.০৪ ইং ধারা- ৪৩১/৫০৬ দঃ বিঃ দায়ের করেন। পরবর্তীতে মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হইলে রাষ্ট্র পক্ষ মোট ০৬ জন সাক্ষী হাজির করেন। ০৬ জন সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরায় সকল রেসপনডেন্ট/আসামীগণের বিরুদ্ধে ৪৩১ দঃ বিঃ এর অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এস, এম শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম ভ্রমাত্মক ও বে-আইনী ভাবে ০৭ জন আসামীর মধ্যে ০৩ নং আসামী মোঃ মোকলেছুর রহমানকে এক মাসের সশ্রম কারাদন্ড ও অপর ০৬ জন আসামীকে খালাস প্রদান করিয়া বিগত ৩০.০৩.০৫ ইং তারিখে তর্কিত রায় প্রকাশ করেন। উক্ত তর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া রাস্ট্র পক্ষে ফরিয়াদী/এজাহারকারী নিম্ন লিখিত হেতু মুলে অত্র আপীলের দরখাস্ত আনায়ন করিলেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হেতুসমূহ

১। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় ভ্রমাত্মক, মনগড়া, নিজের খেয়াল খুশিমত হওয়ায় তাহা আইনের দৃষ্টিতে রক্ষনীয় নয় বিধায় তর্কিত রায় বাতিল হইবে এবং রেসপনডেন্ট/আসামীগণ দৃষ্টান্তমূলক উপযুক্ত দন্ডে দন্ডিত হইবে।

২। আপীলকারী পক্ষ উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা রেসপনডেন্ট আসামীগণের বিরুদ্ধে আনীত দন্ডবিধির ৪৩১ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞ নিম্ন বিচার আদালত ০৭ (সাত) জন আসামীর মধ্যে ০১ (এক) আসামীকে ০১ (এক) মাসের সশ্রম কারাদন্ডের এবং অপরাপর ০৬ (ছয়) জন আসামীগণকে খালাসের আদেশ প্রদান করিয়া সঠিক কাজ করেন নাই।

৩। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত তাহার তর্কিত রায়ে সংক্ষেপে সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরার বিশ্লেষন শিরোনামে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ মামলা প্রমানের জন্য ০৬ জন সাক্ষী আদালতে উপস্থাপন করেন। ০৬ জন সাক্ষীর প্রত্যেকেই আসামীরা সরকারী রাস্তা কেটে নষ্ট করে আসামীরা বোর ও পাট আবাদ করেছে। তাহা সকলেই স্বীকার করেছে। সকল সাক্ষী বাদীর বক্তব্য ও এজাহারকে সমর্থন করেছে। সাক্ষীদের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা বা গড়মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আসামীরা যে সরকারী রাস্তা কেটে জন সাধারনের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে, তাহা সকল সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান। ০৬ জন সাক্ষীর মধ্যে কোন সাক্ষী ভিন্নতর কোন বক্তব্য প্রদান করেনি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিজ্ঞ নিম্ন বিচারিক আদালত ভ্রমাতমক ও অবিচারিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে ০৭ জন আসামীর মধ্যে মাত্র ০১ জন আসামীকে নাম মাত্র দন্ড প্রদান করিয়া অপর ০৬ জন আসামীকে খালাসের আদেশ দিয়া মারাত্মক অন্যায় ও বেআইনী কাজ করিয়াছে।

৪। বিজ্ঞ নিম্ন বিচার আদালত তাহার তর্কিত রায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারণ ও সিদ্ধান্ত "শিরোনামে" আসামীরা একই পরিবারের সদস্য হওয়ায় এবং সকলের পিতা ১নং আসামী মফিজল হওয়ায় সকল আসামীকে দন্ড প্রদান সমিচীন নহে বলে আদালত মনে করে। আসামী মফিজল ও তার বড় ছেলে ২নং আসামী ও রয়স্ক বিধায় বিবেচনান্তে ৩নং আসামী মোকেলেছুর রহমানকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং আসামী মফিজল, মাহবুবর, মমিনুল, মজা মিয়া, মাইদুল ইসলাম ও মন্টু মিয়াকে অত্র মামলা হইতে খালাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

বিজ্ঞ নিম্ন বিচার আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত এখতিয়ার বহির্ভূত, হাস্যকর ও অবিচারক সুলভ চিন্তা ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। কাজেই তর্কিত রায় সরাসরি বাতিল হইবে।

৫। বিজ্ঞ নিম্ন বিচার আদালত তাহার তর্কিত রায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারণ ও সিদ্ধান্ত শিরোনামে আসামীরা একই পরিবারের সদস্য হওয়ায় সকল আসামীকে দন্ড

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

প্রদান সমীচিন নয় বলে কোন আইনের এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন তাহা কোন উল্লেখ নাই। তদুপরি আসামী বয়স্ক বিবেচনায় দন্ড প্রদান না করিয়া খালাস এর সিদ্ধান্ত দিয়াছেন। কিন্তু কত বৎসর বয়স্ক আসামীকে দন্ড প্রদান করা যাইবে না বিজ্ঞ নিম্ন বিচার আদালত তাহার তর্কিত রায়ে উহার কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। তাহার উক্তরূপ সিদ্ধান্ত আইন ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থি।

৬। বিজ্ঞ নিমন বিচার আদালত তাহার তর্কিত রায়ের আদেম "শিরোনামে" মামলার অভিযুক্ত আসামী মোকলেছুর রহমানকে দন্ড বিধির ৪৩১ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থকরে ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪৫(২) ধারা মতে দন্ড প্রদান করেন। কিন্তু অপরাপর ০৬ (ছয়) জন অভিযুক্ত আসামীকে দন্ডিত না কি খালাস দিলেন তাহা তাহার আদেশে উল্লেখ নাই।

৭। সর্বপরি বিজ্ঞ নিম্ন বিচার আদালতে তর্কিত রায়কে আইনানুগ কিংবা জুডিসিয়াল রায় হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তর্কিত রায় সম্পূর্ণ মনগড়া ও অবিচারক সুলভ চিন্তা ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই উক্ত তর্কিত রায় রদ রহিত ও বাতিল করে সকল আসামীকে দন্ডবিধির ৪৩১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে দৃষ্টান্ত স্বরুপ উপযুক্ত দন্ড প্রদানে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৮। অন্যান্য কারণ সমূহ শুনানীকালে উপস্থাপন করা হইবে।

অতএব আপীলকারী পক্ষে আবেদন এই যে,

(ক) অত্র আপীলের দরখাস্ত শুনানীর জন্য গ্রহন করিতে;

(খ) রেসপনডেন্টগণের বরাবর নোটিশ ইস্যু করার আদেশ দানে;

(গ) বিজ্ঞ ১ম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট এস, এম শাহ হাবিবুর রহমান হাকিমের আদালত হইতে এন,জি,আর ৩০/০৪নং মামলার মুল নথী তলবের আদশ দানে;

এবং

(ঘ) অত্র আপীল শুনানী অন্তে আপীলকারীর আপীল মঞ্জুর করতঃ সুবিচার করিতে মর্জি হয়।

গুর"ত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, কুড়িগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-২৭/২০০৫-এ বিগত ইংরেজী ১৬.১১.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

" অত্র ফৌজদারী আপীলটি ১ম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট এস,এম শাহ হাবিবুর রহমান কর্তৃক এন,জি,আর ৩০/২০০৪ (উনি) নং মামলায় উক্ত আদালত কতক ৩০.০৩.২০০৫ ইং তারিখে প্রদত্ত রায় দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া এজাহারকারীপক্ষ রেসপনডেন্ট আসামীগণকে খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল দায়ের করেন।

অভিযোগ এর বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, গত ২৫.০১.২০০৪ ইং তারিখ সকলা অনুমান ১০ ঘটিকার সময় ভদ্রপাড়া মৌজার ৪০৬নং দাগের সরকারী রাস্তা আসামীগন কোদাল দিয়া কেটে তাহাদের জমির সহিত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

একত্রিত করে বোরো ধানের চাড়া রোপন করেন। এজাহারকারী ও গ্রামবাসী বাধা দিলেও আসামীরা বাধা মানে নাই। এমতাবস্তায় ২১.০৩.২০০৪ তারিখে অনুমান সকাল ৯টায় ১ ও ২ নং আসামী ৪০৬ নং সরকারী রাস্তার পুর্ব দিকের মাথায় হালচাষ করিয়া পাট আবাদ করার প্রস্তুতি নিলে বাদী ও গ্রামবাসী বাধা প্রদান করেন। তাহাতে আসামীদের সাথে এজাহারকারী ও গ্রামবাসীদের সহিত বচসা হয় ও আসামীরা ভয়ভীতি দেয়া। আসামীগন রাস্তা কাটিয়া লোকজনদের পথরোধ করিয়া ৫০,০০০/- টাকার ক্ষতি করেছেন উল্লেখ করিয়া এজাহার দায়ের করিলে মোকদ্দমাটি তদন্ত করিয়া প্রসিকিউশন রিপোর্ট দাখিল হয়। মামলাটি বিচার এর নিমিত্তে ১ম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট (অপাঠ্য) সাহেবের আদালতে বদলী হইলে বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৪০১ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। সাক্ষী গ্রহনের জন্য দিন ধার্য্য করেন। রাষ্ট্রপক্ষ আই,ও সহ ৬জন সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা গ্রহন করান। যুক্তিতর্ক ও রায়ের জন্য দিন ধার্য্য করেন। অতঃপর বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যত্র বদলি হইয়া গেলে মামলাটি ম্যাজিষ্ট্রেট এস,এম হাবিবুর রহমানের আদালতে বদলী হয়।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ৩০.০৩.২০০৫ ইং তারিখে আদেশে আসামীদেরকে খালাস প্রদান করেন। উক্ত খালাস আদেশ দ্বারা ক্ষুদ্ধ হইয়া এজাহারকারী এই হেতুবাদে আপীল দায়ের করেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বে-আইনীভাবে ৭ জন আসামীর মধ্যে অত্র ৬ জন আসামীকে খালাস প্রদান করিয়াছেন যাহা মনগড়া, আইনের দৃষ্টে রক্ষনীয় নহে। আপীলকারী উপযুক্ত সাক্ষী প্রমান দ্বারা আসামীগনের বিরুদ্ধে আনীত দন্ডবিধি ৪০১ ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হওয়া সত্বেও খালাস প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক সাক্ষী বলিয়াছেন যে, আসামীরা সরকারী রাস্তা কেটে নষ্ট করেছেন নিম্ন আদালতের রায় বহাল থাকিলে এজাহারকারীর অপুরনীয় ক্ষতির কারন হইবে বিধায় খালাস প্রাপ্ত আসামীদের সাজা প্রদানের প্রার্থনা করেন।

<u>বিচার্য্য বিষয়ঃ-</u>

১। নিম্ন আদালতের তর্কিত রায় অত্র আদালতের হস্তক্ষেপের কোন কারন আছে কি ?

২। আপীলকারী তাহার প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে পারেন কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য্য বিষয় দুইটি একই সাথে লওয়া হইল।

নিম্ন আদালতের রায় পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নিম্ন আদালত ১জন আসামীকে ১ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করিয়া অত্র রেসপনডেন্ট আসামীগনকে খালাস প্রদান করিয়াছেন। এবং খালাসের হেতু প্রদান করিয়াছেন যে, '' মামলার এজাহার ৬ প্রসিকিশন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সকল আসামী একই পরিবারভুক্ত। সকলের পিতা ১নং আসামী মফিজুল। মফিজুল অত্যান্ত বয়োবৃদ্ধ রোগাক্রান্ত। তার ছেলে ২নং আসামী মাহাবুবুর রহমানও বয়স্ক। আসামীরা একই পরিবারের সদস্য হওয়ায় এবং সকলের পিতা ১নং আসামী মফিজুল হওয়ায় সকল আসামীকে দন্ড প্রদান সমিচীন নয় বলে আদালত মনে করেন। আসামী মফিজুল ও তার বড় ছেলে ২নং আসামী বয়স্ক বিধায় বিবেচনান্তে ৩নং আসামী মোখলেছুর রহমানকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং আসামী মফিজুল, মাহাবুবুর রহমান, মহিবুল, মজা মিয়া সাইদুল ইসলাম ও মন্টু মিয়াকে অত্র মামলা হইতে খালাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। অতএব, আদেশ হইল যে, মামলার অভিযুক্ত আসামী মোখলেছুর রহমানকে বাংলাদেশে দন্ডবিধি প্রচলিত আইনে রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে ৪০১ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ২৪৫(২) ধারামতে ১ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল।

নিম্ন আদালতের উক্তরুপ সিদ্ধান্ত সম্পুর্ণরুপে আইনের পরিপন্থি। সাক্ষীগনের জবানবন্দি ও জেরাকালীন বক্তব্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল আসামীগন রাস্তা কাটিয়াছেন। যেমন পি,ডব্লিউ-১ হোসেন আলী বলেন, আসামীগন সরকারী রাস্তা কেটে বোরো ধান আবাদ করে। বাধা দিয়েছেন কিন্তু আসামীগন বাধা মানে নি।।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২১/৩ তারিখে তোষা পাট বুনে তাতেও বাধা দেয় কিন্তু তাও মানেনি। তারা সরকারী রাস্তা কেটে চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়েছে ও ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি করেছে। তিনি জেরায় বলেন কাটা রাস্তার পশ্চিমে তার জমি। বিবাদীর রাস্তা আগেও ছিল। পাকিস্তান আমল থেকে বাশের পুল ছিল ও বাশের পুল দিয়া আজ পর্যন্ত মানুষ যাতায়াত করে। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং পাট ও বোরো ধান জব্দ করেছে। চেয়ারম্যানও পরিষদের অন্যান্য সদস্যরাও ঘটনা জানে এবং সাক্ষী আছে। *তদ্রুপভাবে পি,ডব্লিউ-২, পি,ডব্লিউ-৩, পি,ডব্লিউ৪ সকলেই একই বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছেন।* *নিম্ন আদালত রায় প্রদানকালে বুদ্ধি বিবেচনায় বিচারকার্য সমাধান করেন নাই। রায় দেওয়া একটি কঠিন কাজ। রায়ে ভুল হইলে নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পায় এবং দোষী ব্যক্তি মুক্তি পেয়ে যায়। তৎকারনে রায় দেবার সময় প্রকৃত ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষন করিয়া মামলায় রায় প্রদান করিতে হয়। এবং মামলায় আনিত অভিযোগ সাক্ষী প্রমান দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইলে কোন বিচারকেই বয়সের কারনে আসামীকে খালাস প্রদান করার ক্ষমতা আইন প্রদান করে নাই। অত্র মামলার ক্ষেৎত্র দেখা যায় যে, নিম্ন আদালত মামলাটি সাক্ষী প্রমান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও একজন আসামীকে দন্ডাদেশ প্রদান করিয়া অন্যান্য আসামীকে খালাস প্রদান করিয়াছেন এবং আসামীগন একই পরিবারভুক্ত লোক, ১নং আসামী মফিজুল বৃদ্ধ ও রোগাক্রান্ত এবং ২নং আসামী তার ছেলে মাহাবুবুর রহমান ও বয়স্ক, তৎকারনে তিনি ৩নং আসামী মোখলেছুর রহমানকে সাজা প্রদান করেন। এবং অন্যান্য আসামীদেরকে কেন খালাস দিলেন সেই খালাসকৃত আসামীদের সম্পর্কে আদেশে কোন কিছুই উল্লেখ করে নাই। তৎদৃষ্টে পরিলক্ষিত হয় যে, নিম্ন আদালত এর রায় ত্রুটিপূর্ণ এবং অত্র আদালতের হস্তক্ষেপযোগ্য। যেহেতু সাক্ষীপ্রমান দ্বারা সকল আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৪০১ ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইয়াছে বিধায় সকল আসামীকে ৪০১ ধারার অধিনে দোষী সাব্যস্থ করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করাটাই সমীচীন।* *উপরোক্ত বক্তব্য সমুহের আলোকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইলাম যে, আপীলকারী তাহার প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে পারেন।য* *সুতরাং,* *আদেশ হইল যে,* *অত্র ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুর করা হইল। তৎমতে নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এন,জি,আর ৩০/২০০৪ (উদি) নং মামলায় বিজ্ঞ ১ম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব, হাবিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ৩০.০৩.২০০৫ ইং তারিখের রায়ে আসামী মফিজুল, মাহাবুবুর রহমান, মোমিনুল, মজা মিয়া, সাইদুল ইসলাম, মন্টু মিয়াকে খালাসের আদেশ রদ ও রহিত ক্রমে সকল আসামীকে দন্ড বিধি ৪০১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করিয়া ১ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দেওয়া হইল। খালাস প্রাপ্ত আসামীদের প্রতি সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হউক।* *আদেশের অনুলিপি সহ নিম্ন আদালতের নথী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নিম্ন আদালতে প্রেরন করা হউক।* *শ্রুতি লিখিন দিলাম ও সংশোধন করিলাম।* *স্বা/ফারজানা বেগম* *অতিরিক্ত দায়রা জজ* *কুড়িগ্রাম* *১৬.১১.২০০৬''* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দন্ড বিধির ধারা ৪৩১ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

"Wherever commits mischief by doing any act which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural or artificial, impassable or less safe for travelling or conveying property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years or with fine or with both."

"৪৩১। সরকারী রাস্তা, পুল, নদী বা খালের ক্ষতি করিয়া অনিষ্ট সাধনঃ

যে ব্যক্তি এইরূপ কোন কাজ করিয়া, যে কাজ কোন সরকারী রাস্তা, নৌ-চলাচলযোগ্য নদী বা নৌ-চলাচলযোগ্য প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম খালকে অনতিক্রমণীয় কিংবা যাতায়াত বা সম্পত্তি পরিবহনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম নিরাপদরূপে পরিণত করে বা যে কাজ অনুরূপ পরিণত করিতে পারে বলিয়া সে জানে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে- যাহার মেয়াদ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।"

আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্নিত অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি। উক্ত অনুচ্ছেদ ১১ মোতাবেক প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সুতরাং এটি বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, প্রশাসনের সকল পর্যায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে এটি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে। এটি সংবিধানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূলনীতি। কেবলমাত্র জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত প্রশাসনের অধিনেই জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকে।

সংবিধানের উপরিল্লিখিত মূলনীতি তথা অনুচ্ছেদ ১১ এ বর্নিত মূলনীতির আলোকে সংবিধানের চতুর্থ ভাগে বর্ণিত নির্বাহী বিভাগের অন্যতম পরিচ্ছেদ তথা তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০ সংযুক্ত হয়েছে যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেঃ

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষনাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ ৫৯(১) মোতাবেক রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক অংশের স্থানীয় শাসনের এখতিয়ার কেবলমাত্র আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্বারা পরিচালিত হবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ ও ৬০ এর কোন ব্যত্যয় করা চলবে না। এর ব্যত্যয় সংবিধান ভঙ্গ। এটি কোন সরকারের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় নয়। এটি বাস্তবায়ন করা যাবে কি যাবেনা মর্মে কোন প্রশ্ন তোলাও সংবিধান ভঙ্গ করার সামিল। এটি সংবিধান কার্যকরী হওয়ার দিন থেকে আপনা আপনি কার্যকর হয়ে আছে। এটি অ-পরিবর্তনীয় এবং অ-লঙ্ঘনীয়।

অনুচ্ছেদ ৫৯(২)(খ) মোতাবেক রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক অংশের যেসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব স্থানীয় শাসনের অধীন অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হলো "জনশৃঙ্খলা রক্ষা"। অর্থাৎ জনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপধারা (৫), (৬), (১৪), (৩০), (৩৯) এবং (৪৬), ধারা ৮, ধারা ১১, ধারা ৪৭, ধারা ৮৯ এবং ধারা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

৯৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

সংজ্ঞা

(৫) 'ইউনিয়ন' অর্থ এই আইনের ধারা ১১ এর অধীন ইউনিয়ন হিসাবে ঘোষিত পল্লী এলাকা এবং বিদ্যমান ইউনিয়নসমূহ;

(৬) 'ইউনিয়ন পরিষদ' অর্থ এই আইনের ধারা ১০ এর অধীন গঠিত একটি ইউনিয়ন পরিষদ;

(১৪) 'জনপথ' অর্থ সর্বসাধারনের ব্যবহার্য পথ, রাস্তা ও সড়ক;

(৩০) 'পথ' অর্থে জনসাধারণের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হোক বা না হোক পায়ে চলার এমন পথ, মাঠ, বহিরাঙ্গন বা চলাচলের রাস্তা বা সড়কও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৩৯) 'রাস্তা ' অর্থে জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন রাস্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪৬) 'সরকারি রাস্তা' অর্থ সরকার কিংবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণাধীন জনসাধারণের চলাচলের জন্য সকল রাস্তা;

ইউনিয়নকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা

৮। এই আইনের অধীন ঘোষিত প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে, সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদের সহিত পঠিতব্য ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এতদ্বারা প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

ইউনিয়ন গঠন

১১। (১) ডেপুটি কমিশনার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতকগুলি গ্রাম বা সংলগ্ন মৌজা বা গ্রামের সমন্বয়ে ১(এক) টি ওয়ার্ড এবং ৯ (নয়) টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি ইউনিয়ন ঘোষণা করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত ইউনিয়ন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত নামে অভিহিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ইউনিয়নের নামকরণ কোন ব্যক্তির নামে হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে ইউনিয়নের ওয়ার্ডসমূহের ক্রমিক নম্বর এবং উক্ত ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমানা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(৪) সরকার প্রত্যেক ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের লোক সংখ্যা নির্ধারণ করিবে। *(৫) ডেপুটি কমিশনার যেইরূপ অনুসন্ধান করা উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ অনুসন্ধান করিয়া পরিষদ গঠন করিবার পর, প্রজ্ঞাপন দ্বারা-* *(ক) কোন ওয়ার্ড হইতে যে কোন মৌজা বা গ্রাম বা উহার অংশ বিশেষ বাদ দিতে পারিবেন;* *(খ) কোন ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডকে একাধিক ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডে বিভক্ত করিতে পারিবেন; অথবা* *(গ) কোন ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড এবং উহার সংলগ্ন এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড পুনর্গঠন করিতে পারিবেনঃ* *তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) অনুসারে কোন ইউনিয়ন পরিষদ উহার এলাকাভুক্ত এবং বাতিলকৃত কোন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব না থাকিবার কারণে উক্ত পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না।* *পরিষদের কাযাবলী* *৪৭। (১) পরিষদের প্রধান কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-* *ক) প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষয়াদি;* ***(খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;*** *(গ) জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পর্কিত সেবা; এবং* *(ঘ) স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।* *(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রধান কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া পরিষদের কার্যাবলী দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত হইল।* *(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহাই থাকুক না কেন, বিশেষ করিয়া, এবং উক্তরূপ উপ-ধারাসমূহের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, সরকার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের (টি,আর,কাবিখা, থোক বরাদ্দ ও অন্যান্য) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যকে অর্পণ করিতে হইবে।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অপরাধ ও দন্ড *৮৯। (১) পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ এই আইনের অধীনে দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।* *(২) এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড প্রদান করা যাইবে এবং উক্ত অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের পর উক্ত অপরাধের সাথে পুনরায় জড়িত থাকিবার সময়কালে প্রতিদিনের জন্য সর্বোচ্চ ২০০ (দুইশত) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড প্রদান করা যাইবে।* *অবৈধ দখল* *৯৩। (১) কোন ব্যক্তি কোন পরিষদের জায়গা, সড়ক অথবা নর্দমার বা তার অংশ বিশেষ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অবৈধ দখল করিতে পারিবে না।* *(২) পরিষদ নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে, অবৈধ দখলকারী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবৈধভাবে দখলকৃত স্থানসমূহ হইতে তাহার সম্পদ বা সম্পত্তি অপসারণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা অপসারণ করা না হইলে পরিষদ স্বীয় উদ্যোগে তাহা অপসারণের ব্যবস্থা করিবে এবং এই বাবদ খরচের অর্থ এই আইন মোতাবেক অবৈধ দখলের জন্য দায়ী ব্যক্তির উপর পরিষদের পাওনা হিসাবে ধার্য হইবে।* *(৩) অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুসারে অপসারিত অথবা অপসারণযোগ্য মালামালের জন্য অবৈধ দখলদারকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।* **উপরিল্লিখিত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপধারা (৫), (৬), (১৪), (৩০), (৩৯) এবং (৪৬), ধারা ৮, ধারা ১১, ধারা ৪৭, ধারা ৮৯ এবং ধারা ৯৩ একত্রে পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, প্রত্যেক ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত এলাকার জনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের।** **জনসাধারণের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হোক বা নাহোক পায়ে চলার**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এমন পথ, মাঠ, চলাচলের রাস্তা, সরকারী রাস্তা, নর্দমা, পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি, তথা সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল,ঝিরি এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন, বন্যপ্রাণী এবং বাতাস এই সব কিছুর অবৈধ দখল, দূষণ এবং বিনষ্ট "জনশৃঙ্খলা" এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উক্ত জনশৃঙ্খলা তথা জনসাধারণের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হোক বা না হোক পায়ে চলার এমন পথ, মাঠ, চলাচলের রাস্তা, সরকারী রাস্তা, নর্দমা, পরিবেশ, জলবায়ু, জলাভূমি, তথা সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, নদ-নদী, নদ-নদীর পাড়, খাল-বিল, হাওর-বাওর, নালা, ঝিল,ঝিরি এবং সকল উন্মুক্ত জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত, বন, বন্যপ্রাণী এবং বাতাস এই সব কিছুর অবৈধ দখল, দূষণ এবং বিনষ্ট রক্ষা, সুরক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ এর দায়িত্ব প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের। স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইনের ধারা ৯৩(১) মোতাবেক এসবের অবৈধ দখল, দূষণ এবং ক্ষতিসাধন বেআইনী। ধারা ৯৩(২) মোতাবেক এসবের অবৈধ দখল, দূষণ এবং বিনষ্ট কারীদের পরিষদ নোটিশ প্রদান করে অপসারণের দূষণ প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে এবং উক্ত অপসারণ এবং দূষণ প্রতিরোধের নিমিত্ত ব্যয়কৃত অর্থ উক্ত অবৈধ দখলদার কিংবা দূষণকারীর উপর পরিষদের পাওনা হিসেবে ধার্য্য করবে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর পঞ্চম তফসিল ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে বিবেচ্য অপরাধসমূহ এর দফা ৫ মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন জনপথ বা রাজপথ বা সরকারি জায়গায় কোন ব্যক্তি অবৈধ অনুপ্রবেশ বা দখল করলে উক্ত দখল স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ ধারা ৮৯(১) মোতাবেক দন্ডনীয় অপরাধ। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ দ্বারা দন্ডবিধির ধারা ৪৩১ কার্যত **(de facto)** বাতিল হয়ে গেছে তথা এটি এর

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

কার্যকারীতা হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম বরাবর অভিযোগকারীর আলোচ্য অভিযোগটি দায়ের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ মোতাবেক এখতিয়ারবিহীন ও বেআইনী।

আসামীগণ কর্তৃক ভদ্রপাড়া মৌজার ৪০৬নং দাগের সরকারী রাস্তা কোদাল দিয়া কাটার অভিযোগটি অভিযোগকারী হোসেন আলী থানায় এজাহার হিসেবে দায়ের না করে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবরে দাখিল করা উচিত ছিল।

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উলিপুর থানা, কুড়িগ্রাম উক্ত অভিযোগটি গ্রহণ না করে অভিযোগকারীকে অভিযোগটি ইউনিয়ন পরিষদে দাখিলের পরামর্শ দেওয়া উচিত ছিল। তা না করে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগটি এখতিয়ারবহির্ভূত ও বেআইনী ভাবে এজাহার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তাও এখতিয়াবহির্ভূত এবং বেআইনী ভাবে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। বিজ্ঞ বিচারিক ও আপীল আদালতও এখতিয়াবহির্ভূত ভাবে এবং বেআইনী ভাবে অত্র মোকদ্দমাটির বিচারকার্য পরিচালনা করেন।

সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র রুলটি চূড়ান্ত হওয়ার যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় অত্র রুলটি উপরিল্লিখিত নির্দেশনা ও পরামর্শসহ চূড়ান্ত করা হল।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ কুড়িগ্রাম কর্তৃক ফৌজদারী আপীল নং ২৭/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৬.১১.২০০৬ তারিখে তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, কুড়িগ্রাম কর্তৃক এন, জি, আর মোকদ্দমা নং- ৩০/২০০৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.০৩.২০০৫ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল ঘোষণা করা হল।

দরখাস্তকারীগন এবং তাদের জামিনদারগণকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি ই-মেইলে প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল বিচারককে অবগত করানোর নিমিত্ত রেজিষ্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি ই-মেইলে প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করা ও তদানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিমিত্ত প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের কপি সম্পর্কে অবহিত করা ও তদানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিমিত্ত বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর ই-মেইলে প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র রায়ের অনুলিপিসহ নথি (LCR) সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ